যুগান্তর

তারিখ ... 17 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...২...

যুগান্তর
...নাজাত করছেন বিএনপির চেয়ারপারসন

গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার উদ্যোগ ব্যর্থ

মুসতাক আহমদ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অভিন্ন পরীক্ষা এবারও চালু করা সম্ভব হলো না। ভর্তিতে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি হ্রাসে বিগত ছয় বছর ধরে সরকার গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি ব্যবস্থার চেষ্টা করছে। সরকার মনে করছে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির জন্য আলাদা ফরম কিনে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হচ্ছে। মেডিকেল শিক্ষার মতো এক বা একাধিক পরীক্ষার মাধ্যমে সমগোত্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করতে পারলে সেক্ষেত্রে আবেদনের সংখ্যা হ্রাসের পাশাপাশি পরীক্ষা সংখ্যাও কমে যেত। এতে লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের ভোগান্তি কমত। এর জন্যই সরকার গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার আয়োজনের চিন্তা-ভাবনা করে। কিন্তু এবারও সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধায় তা আর হচ্ছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুদের জন্য এবারও অপেক্ষা করছে মহাভোগান্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন জয়ের জন্য পুরনো নিয়মেই যুদ্ধ করবে শিক্ষার্থীরা

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়— এভাবে গুচ্ছে পরিণত করে সমগোত্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একই আবেদনপত্রে একটি পরীক্ষার আয়োজন করে শিক্ষার্থী ভর্তির চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে। বিশেষ করে ২০০৮ সালে তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিয়ে বৈঠক করে এ ধরনের পরীক্ষা নেয়া যায় কিনা, ভাবার জন্য প্রস্তাব দেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব হবে এ ধরনের যুক্তি দেখিয়ে সেবারের মতো প্রস্তাব নাকচ করা হয়। শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির বিষয়টি সামনে রেখে গণমাধ্যমে এ নিয়ে সমালোচনা অব্যাহত থাকে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২০০৯ সালে ফের উপাচার্যদের নিয়ে বৈঠক হয়। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রাজি হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপত্তি জানায়। কিন্তু সরকার হাল ছাড়েনি। ২০১০ সালে বিষয়টি নিয়ে ফের আলোচনা হলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একাডেমিক কমিটি এবং সিন্ডিকেটে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্তের কথা জানাতে সময় নেয়। এভাবে সর্বশেষ গত ৭ জুলাই ষষ্ঠবারের মতো উপাচার্যদের নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক হয়।

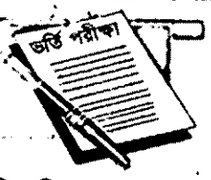

সূত্র জানায়, এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে বিষয়টি। আর বড় অন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তবে'র মারপ্যাঁচে ফেলে রেখেছে। তবে বৈঠকে যোগ দেয়া বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই গুচ্ছভিত্তিক ভর্তির পক্ষে মত দেয়।

জানা গেছে, ৭ জুলাইয়ের ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এতে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় চলমান 'উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প'র (হেকেপ) বরাত দিয়ে বলা হয়, প্রকল্প থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। সভায় সেই ফলাফল তুলে ধরে শিক্ষা উদ্যোগ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

পাবে। দেশে গণতন্ত্র ও শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসবে। খালেদা জিয়া দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে মহাদুর্যোগময় বলে মনে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

ঈদ বাজার বিপর্যয়ের আশংকায় ব্যবসায়ীরা

হরতাল সহিংসতা পণ্য আনা-নেয়া বিঘ্নিত

মামুন আব্দুল্লাহ

হরতাল, ডাকাতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে রমজানে ঈদকেন্দ্রিক বাণিজ্যে বিপর্যয় নেমে আসার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে অভ্যন্তরীণ পোশাকের বাজার। এছাড়া ভোগ্যপণ্যের দোকান, ফ্যাশন হাউজসহ সোনা ও হীরের অলংকারের দোকানগুলো আর্থিকভাবে ঝুঁকির মুখে পড়বে। গত দুদিনের হরতালে এমনিতেই তারা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

এছাড়া যুদ্ধাপরাধ মামলার রায়ের প্রতিবাদে জামায়াতের হরতাল ডাকার প্রবণতা ব্যবসায়ীদের ভাবিয়ে তুলেছে।

হরতাল-অবরোধের সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হতাশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তারা বলছেন, সারা বছর ধরে হরতাল ও অবরোধের কারণে সঠিকভাবে ব্যবসা চালানো যায়নি। এজন্য রমজানে এ থেকে নিস্তার পেতে চান তারা। ব্যবসায়ীরা ঈদ সামনে রেখে রমজান মাসের জন্য মুখিয়ে থাকেন। কারণ এ সময়টাতেই তাদের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়ে থাকে। কিন্তু এ বছর সেই রমজান মাসেই কিছু কিছু সংগঠন হরতাল কর্মসূচি পালন করছে। সোমবার জামায়াত-শিবির গোলাম আযমের যুদ্ধাপরাধ বিচারের রায়কে কেন্দ্র করে হরতাল ডেকেছিল। হরতালের আগের দিন রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সহিংস তাণ্ডব চালানো হয়। গোলাম আযমকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান এবং এ রায় ব্যবসায়ীরা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২